দৈনিক ইনকিলাব

028

তারিখ 06 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 1

লজ্জার বিষয়

ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় অত্যাসন্ন বলে জানা গেছে। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই মেধা তালিকায় নাম রদবদলের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে। এমনকি এ বছর মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বরসহ নাম প্রকাশিত হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে পত্রিকান্তরে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বোর্ড সূত্রে যেসব ছাত্র-ছাত্রী তাদের ফল জানতে পেরেছে এদের অনেকেই কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করতে না পারায় বিভিন্ন মহলে ধর্ণা দিচ্ছে। বোর্ডের কোন কোন কর্তাব্যক্তির সাথে সমঝোতা করে শীর্ষস্থানসহ মেধা তালিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের নামের রদবদল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে ঢাকার একটি সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের ফল নিয়ে বোর্ডের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ দু'চার দিন আগে কোন কোন ছাত্র তাদের পরীক্ষার ফল গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে বলে শুনেছি। এটাকে হয়তো অনেকেই বেশী আমল দেয়নি। কিন্তু এ বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারকারী ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ও মেধা তালিকায় রদবদলের ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়েছে। ফলে, বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়েছে। এসব ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা শুধু দুঃখজনকই নয়; বরং একান্তই লজ্জাকর বিষয়।

কারণ, পরীক্ষা শুরু থেকে নিয়ে ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এর যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা বোর্ডের সার্বিক দায়িত্ব। দেশবাসীও মনে করেন বোর্ড কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করবেন। কিন্তু এ জাতীয় কেলেংকারি যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঘটতে থাকে তাহলে বোর্ডের নিরপেক্ষতা, সততা ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে জনগণ অবশ্যই আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এদিক বিবেচনা করলে বোর্ডের দায়িত্ব কত ব্যাপক ও জটিল তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতির পরিচয় দেন তাহলে এটা হবে চরম দায়িত্বহীনতা। এটাকে কিছুতেই ক্ষমাসুন্দর মনে গ্রহণ করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পরীক্ষায় অসদুপায় দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য পূর্বাহ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ জন্য পুলিশ বাহিনীকেও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পর পরীক্ষার খাতা বিতরণ থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা বোর্ডের কর্তব্য।

শিক্ষা বোর্ডের দু'জন পরীক্ষককে সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে। এ দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল— তারা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার খাতা জমা দেননি। এদের একজনের কাছ থেকে দেড়শ' খাতা উদ্ধার করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো আগাগোড়া পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করায় পরীক্ষাসমূহ দিন দিন যেন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। যিনি পরীক্ষক তিনি শিক্ষকও বটে। একজন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা করতে পারেন না।

যাহোক, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্বাহ্নে বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ পরিস্থিতিকে অনেকটা ঘোলাটে করে তুলেছে। এ অবস্থায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য কি তা আমরা জানি না। এ অবস্থায় ফলাফল প্রকাশ করা হলে এ নিয়ে হয়তো বাদানুবাদ সৃষ্টি হতে পারে। অথচ তদন্ত সাপেক্ষে ফল প্রকাশ বিলম্ব করাও সম্ভব নয়। পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা ফল প্রকাশের প্রতি অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। অতএব বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।